সতর্কবার্তায় ট্যাবলো

করোনা সচেতনতার প্রচারে ট্যাবলো উদ্বোধন করল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। ডালখোলা শহরের ১৬টি ওয়ার্ডের মানুষকে সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্য এই ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয়।

সংক্রান্তির আগে হাটে নাড়ু, তিলকুটের চাহিদা তুঙ্গে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ জানুয়ারি : শুক্রবার মকর সংক্রান্তি। আর মকর সংক্রান্তি মানেই তিলকুট, নতুন ধানের তৈরি চিঁড়ে, মুড়ি-মুড়িকির মোয়া কুলদেবতাকে নিবেদন করা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হরিশ্চন্দ্রপুর হাটে তিলকুট, নাড়ুর পসরা সাজিয়ে বসে যান বিক্রেতারা। সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বাজারে তিলের মিষ্টি কিনতে ভিড় জমান ক্রেতারা।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের হাটে এক মোয়া বিক্রেতা জানান, 'করোনা ও বিধিনিষেধে এবছর মুড়ি, চিঁড়া, গুড়ের দাম বেড়ে গিয়েছে। ফলে নতুন ধান দিয়ে মুড়ি চিঁড়ার মোয়া ১০০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি করতে হচ্ছে। অন্যদিকে গুড়ের দাম বেড়ে যাওয়ায় মুড়িকির দাম বাড়াতে হয়েছে। কেজি প্রতি ১২০-১৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে মুড়কি। শুক্রবার সংক্রান্তি। তাই অনেকেই চিঁড়া, মুড়ির মোয়া কিনছেন।'

হাটে তিলকুট, খাজা নিয়ে বসেছেন উত্তম সাহা। তিনি বলেন, 'সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে তিলের মিষ্টান্নর চাহিদা বেশি থাকে। যেহেতু কালো ও সাদা তিলের দাম বেড়েছে, তাই মিষ্টান্নের দাম বাড়াতে হয়েছে। কেজি প্রতি ১৫০-২০০ টাকা দরে তিলের মিষ্টি বিক্রি করছি।'

সংক্রান্তির সময় হরিশ্চন্দ্রপুরে তিলের মোদকের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। এই তিলে মোদক কিনতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক এলাকায় ভিড় জমান। স্থানীয় তিলের মোদক কারিগর শিবেনচন্দ্র সাহা জানান, 'ক্ষীর, চিনি, তিলের দাম বেড়েছে। এবছর তিলের মোদক ৪০০ টাকা কেজি প্রতি বিক্রি করছি। সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে ভালো বিক্রিও হচ্ছে।' এদিন থানার হাটে সংক্রান্তির বাজার করতে এসেছিলেন কামনাশিস রায় জানান, 'মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে নতুন ধানের চিঁড়া, মুড়ির মোয়া, তিলের মিষ্টান্ন কুলদেবতাকে নিবেদন করা হয়। নিবেদনের পর পরিবারের সকলের মধ্যে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রতি বছর সংক্রান্তির আগে হাট থেকে তিলকুট, মোয়া কিনি। এবছরও নিয়মরক্ষার জন্য বিভিন্ন মিষ্টি কিনেছি।'

প্রসঙ্গত, মকর সংক্রান্তি মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি ক্ষণ। এই শব্দটি দিয়ে নিজ কক্ষপথ থেকে সূর্যের মকররাশিতে প্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, 'সংক্রান্তি' একটি সংস্কৃত শব্দ, সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ১২টি রাশি অনুযায়ী এরকম সর্বমোট ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে। মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তিতে মূলত নতুন ফসলের উৎসব পৌষ-পার্বণ হয়। নতুন ধান, খেজুরের গুড় এবং পাটালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করা হয়।

কর্মসূচিতে কাটছাঁট সিপিএমের

মালদা, ১৩ জানুয়ারি : করোনা সংক্রমণে দিল্লিকে পাল্লা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। পাল্লা দিচ্ছে মালদা জেলা। সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে মালদা শহরের ৮টি এলাকা এখন মাইক্রো কনটেনমেন্ট জোন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই আগামী ১৯-২০ জানুয়ারি মালদায় শুরু হতে চলেছে সিপিএমের জেলা সম্মেলন।

অম্বর মিত্র জানান, 'পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালদা টাউন হলে। আগামী ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ২দিন ধরে চলবে জেলা সম্মেলনের কাজ। ক্রমাগত বেড়ে চলা করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে আমরা জেলা সম্মেলন অনেকটাই কাটছাঁট করেছি। প্রকাশ্য সভা এবং মিছিল বাতিল করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দলীয় প্রতিনিধির সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে সম্মেলনে আসছেন সূর্যকান্ত মিশ্র, মহঃ সেলিম ছাড়াও আরও কয়েকজন রাজ্য কমিটির সদস্য।

স্থগিত বগিয়া উৎসব

করণদিঘি, ১৩ জানুয়ারি : সংক্রমণ বেড়ে চলায় করণদিঘির মিরদিঘির বগিয়া উৎসব স্থগিত হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার এই কথা জানালেন দশেশ্বরী বগিয়া উৎসব কমিটির সভাপতি লেমন সিংহ। কমিটির সম্পাদক আনন্দ সিংহ জানালেন, 'রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তাই সংক্রমণে রাশ টানতেই সরকারের নির্দেশ মেনেই মিরদিঘিতে এবছরের বগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসব স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বগিয়া ভাওয়াইয়া উৎসব স্থগিত রাখা হলেও পয়লা মাঘ শিব চণ্ডীর পুজো অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও পয়লা মাঘ সাগাই সোদর পত্রিকা প্রকাশিত হবে। এছাড়াও মিরদিঘিতে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হবে।'

রাজবংশী গাবুর সংঘের জেলা সম্পাদক মোহনলাল সিংহ বলেন, 'কামতাপুরি ও রাজবংশী ভাষা আন্দোলনের জনক রঞ্জনা রায়কে মিরদিঘিতে রাজবংশী রত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে হবে।'

বেলাইন

প্রথম পাতার পর

আলিপুরদুয়ার হয়ে ট্রেনগুলি চলাচল করছে। ১২৩৪৬ ডাউন সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১২৫০৫ ডাউন কামাখ্যা-আনন্দবিহার এক্সপ্রেস, ১২৫২০ ডাউন কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, ১৫৬৩২ ডাউন গুয়াহাটি-বাড়মের এক্সপ্রেস, ২০৫০২ আপ তেজস রাজধানী এক্সপ্রেস, ১৩১৭৩ আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৫৯১০ আপ অবধ-আসাম এক্সপ্রেস, ১২৫০৭ আপ তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল-শিলচর এক্সপ্রেস, ২২৪৫০ আপ নিউ দিল্লি-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ঘুরপথে চলছে। ফলে অসম, নিউ কোচবিহার ও নিউ আলিপুরদুয়ারগামী সব ট্রেনই অস্বাভাবিক দেরিতে চলাচল করছে। এনজেপি স্টেশনে যাত্রীদের জন্যে হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে। হেল্পডেস্ক নম্বর ৯০০২০-৪১৯৫৫, ৯০০২০-৪১৯৫১।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর দ্রুত সন্ধ্যা নামায় উদ্ধারকাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। সন্ধ্যার কিছু আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আরপিএফ, জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।

ঘটনাস্থলে আসেন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। দেবর্ষি দত্ত বলেন, 'এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। ট্রেনের যাত্রীদের জন্য বিএড কলেজ এবং ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

রাতে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থলে অসংখ্য মানুষ। উদ্ধারের কাজ চলছে তখন।

রক্ষীকে ধাক্কা

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের মামলাও ছিল। মালদা জেলা আদালতের এডিজি তৃতীয় কোর্টে তার বিচার প্রক্রিয়া চলছিল। বৃহস্পতিবার তার মামলার শুনানি ছিল। বেলা তিনটের সময় তার সাজা ঘোষণা হত। তার আগেই জেলা সংশোধনাগার থেকে তাকে আদালতে নিয়ে আসা হয়। বাকি আসামিদের মতো তারিক শেখকে দেখার জন্য একজন এনভিএফ কর্মী ছিলেন। দুপুরে সে শৌচাগারে যেতে চায়। নিরাপত্তারক্ষী তাকে শৌচাগারের সামনে নিয়ে যান। তখনই নিরাপত্তারক্ষীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে সে পালিয়ে যায়।

সরকারি পক্ষের আইনজীবী গোলাম গাউস খান লোদি বলেন, 'আজ ওই বন্দির সাজা ঘোষণার দিন ছিল। তার মধ্যেই শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে সে পালিয়ে যায়। নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করে পালিয়েছে সে। এখানে পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। আদালত চত্বরে আরও পুলিশকর্মী নিয়োগ করা উচিত।'

করোনার কোপে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বন্ধ

বুনিয়াদপুর, ১৩ জানুয়ারি : বুনিয়াদপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের প্রায় সকল কর্মচারী করোনা সংক্রামিত হওয়ায় অফিস বন্ধ রয়েছে। আর তার ফলে চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছেন দলিল লেখকরা। অন্যদিকে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ৬ জন কর্মচারীও করোনা সংক্রামিত হওয়ায় হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সমস্যায় স্ট্যাম্প ভেন্ডার ও দলিল লেখকরা

উল্লেখ্য, বুনিয়াদপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসের এডিএসআর প্রবীরকুমার মণ্ডল সহ মোট ৫ জন কর্মচারী করোনা সংক্রামিত হওয়ায় গত সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অফিস বন্ধ থাকায় প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছেন স্ট্যাম্প ভেন্ডার এবং দলিল লেখকরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দলিল লেখক জানান, 'মোট ৩২ জন দলিল লেখক এবং ৪ জন স্ট্যাম্প ভেন্ডার আছেন। দলিল লিখে যেটুকু আয় হয়, তা দিয়ে আমাদের সংসার চলে। অফিসের সকল কর্মচারী করোনায় সংক্রামিত হওয়ায় অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অফিসের ভারপ্রাপ্ত বড়বাবু অরিন্দম কুমার কলকাতা থেকে এসে গত বুধবার অফিসে যোগ দেন। তিনি করোনা সংক্রামিত ছিলেন। দুইদিনের মধ্যেই অফিসের অন্যান্য কর্মীরাও সংক্রামিত হয়ে পড়েন। শুক্রবার শেষ অফিস হয়। কবে খুলবে জানি না। এখন আমরা কাজ হারিয়ে সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।'

অন্যদিকে, বুনিয়াদপুর গ্রামীণ হাসপাতালের ৬ জন কর্মচারী করোনা সংক্রামিত হওয়ায় অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। হাসপাতালের এক নার্স জানান, 'আমাদের ৬ জন সহকর্মী করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। তবুও আমরা জীবনের বাজি রেখে পরিষেবা দিয়ে চলেছি।'

বিএমওএইচ পুলকেশ সাহা বলেন, 'আমাদের হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সহ ৬ জন কর্মী সংক্রামিত হয়ে বাড়িতে আছেন। প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। সকলে করোনা বিধি মেনে চললে তবেই করোনাকে হারানো সম্ভব হবে।'

বুনিয়াদপুরে করোনার কোপে বন্ধ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস।– সংবাদচিত্র

ডাকাতির পর মদ বিলি দুষ্কৃতী দলের

প্রথম পাতার পর

প্রত্যেকের মুখ ঢাকা ছিল। সবার হাতে দুটি করে পিস্তল। বারে যত জন কর্মচারী ছিল প্রত্যেকের মাথায় ওরা বন্দুক ঠেকিয়ে রেখেছিল। ক্যাশে থাকা সমস্ত টাকা ওরা নিয়ে চলে যায়। বেশ কিছু মদের বোতলও নেয়। এমনকি কাউন্টারের বাইরে থাকা খদ্দেরদের মধ্যেও মদের বোতল বিলিয়ে দেয়। যাওয়ার তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। হঠাৎ এই ঘটনায় আমরা হতভম্ব হয়ে যাই।'

বারের মালিক রাহুল প্রামাণিক জানান, 'আমি তখন বাইরে ছিলাম। দোকান থেকে জানায়, কাউন্টারে ডাকাতি হচ্ছে। শুনতে পেলাম চার দুষ্কৃতী পিস্তল নিয়ে কাউন্টারে লুট করে চলে গিয়েছে। প্রায় চার লাখ টাকা ওরা নিয়ে গিয়েছে। প্রচুর মদের বোতল খোওয়া গিয়েছে। কাউন্টারে থাকা খদ্দেরদের মধ্যে মদের বোতল বিলি করেছে তারা। জনবহুল এলাকার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এভাবে ডাকাতি হওয়ায় আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। স্থানীয় লোক এই দলের সঙ্গে জড়িত আছে বলে আমার সন্দেহ। নইলে এত সহজে ডাকাতি করে চলে যাওয়ার সুযোগ হত না।'

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বিহারে দীর্ঘদিন মদ বন্ধ। হরিশ্চন্দ্রপুর বিহার এবং ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী হওয়ায় সহজেই ওই দুই রাজ্যের মানুষ মদের খোঁজে হরিশ্চন্দ্রপুর চলে আসেন। সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওই মদের দোকানটির পাশ দিয়েই বিহার যাওয়ার রাস্তা। সম্ভবত বিহারের দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অপরাধ করে এখান থেকে সহজেই পালিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা।

এপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, 'আমরা অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় এমন ডাকাতির ঘটনার পর আমরা ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। প্রশাসন দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করলে আমরা জেলা জুড়ে আন্দোলনে নামব।'

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জয়কুমার দাস জানান, 'এই ঘটনায় বিহারের দুষ্কৃতীদের হাত থাকতে পারে। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখছি। ইতিমধ্যে বিহার পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে আমরা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে তল্লাশি শুরু করেছি। বিহার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন চেকপোস্ট, আউটপোস্ট ও নাকা চেকিংয়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

ভোজবাড়ির উদ্বৃত্ত ভাত শুকিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিলি

মানিকচকে অসুস্থ কয়েকজন শিশু

আজাদ ● মানিকচক

১৩ জানুয়ারি: ভোজবাড়ির উদ্বৃত্ত ভাত শুকিয়ে চাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। সেই চালের ভাত খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে বেশ কয়েকজন শিশু। তাদের মধ্যে এক শিশুকে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মানিকচকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারায়ণপুর মহেন্দ্রটোলার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে মানিকচক ব্লক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন ওই কেন্দ্রের কর্মীও। মানিকচক ব্লক সিডিপিও আশ্বাস দিয়েছেন, ঘটনা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোমবার ছিল এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী পঞ্চমী মণ্ডলের পৌত্রের জন্মদিন। ঘটা করে জন্মদিন পালিত হয়। আমন্ত্রিত ছিলেন কয়েকশো অতিথি। ভোজের শেষে উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে বেশ পরিমাণ চালের ভাত। কিন্তু উদ্বৃত্ত এই ভাত নষ্ট করেননি পঞ্চমীদেবী। দিনের বেলা বাড়ির ছাদে সেই ভাত রোদে শুকোনো হয়। আর ভাত চালের সঙ্গে মিশিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু ও মায়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

অভিযোগপত্র হাতে গ্রামবাসীরা। – সংবাদচিত্র

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেওয়া চালের ভাত খেয়ে গ্রামের কয়েকজন শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে প্রিয়াংকা মণ্ডল নামে এক শিশুকে ডায়ারিয়ার উপসর্গ নিয়ে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁরা দলবদ্ধভাবে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে হাজির হয়ে অভিযুক্ত কর্মীর শাস্তির দাবিতে সরব হন।

শ্রবণ মণ্ডল নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'ভোজবাড়িতে বেঁচে যাওয়া ভাত শুকিয়ে চাল করে শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, তা ভাবাও যায় না। আমরা অভিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই কর্মী পঞ্চমী মণ্ডল অবশ্য সমস্ত অভিযোগ সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন,'অন্য বস্তায় ভোজবাড়ির বেঁচে যাওয়া ভাতের চাল ছিল। সেটা ভুল করে মিশে গিয়েছে। তবে আমি বারবার ওদের বারণ করেছি, অভিযোগ না করতে। বলেছি আগামী মাসে অতিরিক্ত দুই কেজি করে চাল দিয়ে দেব। কিন্তু তাতেও তাঁরা রাজি হননি। তবে কেউ অসুস্থ হননি। সামান্য ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে।'

মানিকচকের সিডিপিও মৃন্ময় রায় জানান,'অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কালিয়াচক কলেজে গভর্নিং বডির সভাপতি সাবিনা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৩ জানুয়ারি : কালিয়াচক কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি নির্বাচিত হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মন্ত্রীকে সভাপতি হিসাবে পেয়ে আনন্দিত কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। পাশাপাশি এই প্রথম কালিয়াচক কলেজের সভাপতি পদে স্থানীয় কোনও ব্যক্তিত্বকে নিযুক্ত হওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকাজুড়ে।

১৯৯৫ সালের ১৪ অগাস্ট কালিয়াচক কলেজের পথচলা শুরু হয়। তৎকালীন বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী কলেজের উদ্বোধন করেছিলেন। কালিয়াচক কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এলাকায় পড়ুয়ার সংখ্যা পর পর বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ১৫ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার ২৭ বছর হতে চলল, তবু কালিয়াচকের কোনও মানুষ ওই কলেজের সভাপতি পদে নিযুক্ত হতে পারেননি। বাম আমলে ডিএম বা এসডিওকে সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হত। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে সভাপতি পদে ছিলেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এরপর গনি খান চৌধুরীর ভাই আবু নাসের খান চৌধুরী তৃণমূলে যোগদান করার পরে কালিয়াচক কলেজের সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে তাঁর বয়স হয়ে যাওয়ায় কলেজের কোনও সভা সমিতিতে তিনি উপস্থিত হতে পারছিলেন না। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই আবু নাসেরকে সরিয়ে সভাপতি করা হল মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে। এদিন কলকাতার বিকাশ ভবন থেকে কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেই চিঠিতে মন্ত্রীকে গভর্নিং বডির সভাপতি ঘোষণা করা হয়েছে। সেই চিঠিতে রাজ্য সরকারের দুজন নমিনির নামও রয়েছে।

> **এতদিন কালিয়াচকের মানুষ স্থানীয় কোনও ব্যক্তিত্বকে সভাপতি হিসাবে পাননি। এবার মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে সভাপতি করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি কালিয়াচক কলেজের পাশেই। ফলে এই কলেজের আরও উন্নতি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।**
>
> –রাহুল বিশ্বাস
> **সভাপতি, কালিয়াচক-১ তৃণমূল**

কালিয়াচক-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রাহুল বিশ্বাস বলেন, 'এতদিন কালিয়াচকের মানুষ স্থানীয় কোনও ব্যক্তিত্বকে সভাপতি হিসাবে পাননি। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে সভাপতি করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি কালিয়াচক কলেজের পাশেই। ফলে এই কলেজের আরও উন্নতি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।' নতুন সভাপতিকে পেয়ে খুশি কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবুর রহমান। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের মন্ত্রীকে সভাপতি রূপে পেয়ে আমরা সকলেই খুশি। আমরা আশা করছি, আগামীদিনে এই কলেজের আরও অগ্রগতি হবে। কালিয়াচকের ছাত্রছাত্রীরা যে সমস্ত বিষয় পঠনপাঠন করার জন্য অন্য জায়গায় ছুটতে হত, আগামীদিনে সেই সব বিষয় এখানেই পঠনপাঠন করা সুযোগ আসতে পারে। পাশাপাশি কলেজের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, সেগুলি আমরা মন্ত্রীর কাছ তুলে ধরতে পারবে।'

সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'কালিয়াচক কলেজ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন। এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্ব অনুভব করছি। সরকারের সহযোগিতায় কলেজের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করব।'

কান্নার রোল

প্রথম পাতার পর

প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে বহু মানুষ কাতারে কাতারে ভিড় জমাতে থাকেন এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই। কান্নার রোল খানিকটা কমেছে। তখন চারদিকে তখন শুধু লাল বাতি নীল বাতি অ্যাম্বুল্যান্সের ভিড় আর সাইরেনের আওয়াজ।

বগির ভেতর আটকে বহু যাত্রী। স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরও বহু যাত্রী ট্রেনের ভেতরে আটকে ছিলেন। এতগুলি বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় রেললাইনও দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। বহু স্থানে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের উদ্যোগে আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৫০টা অ্যাম্বুল্যান্স তো ছিলই। সেইসঙ্গে স্থানীয় বহু মানুষ তাঁদের গাড়ি নিয়ে আসেন আহতদের উদ্ধারের জন্য। সন্ধ্যার পর প্রশাসনের তরফে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত হন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ রেলের আধিকারিকরা। অনেক রাত পর্যন্ত চলে উদ্ধারকাজ। রেলের যাত্রীদের থাকার জন্য ময়নাগুড়ি বিএড কলেজ ও ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উর্দুমাধ্যম শিক্ষালয়ের সমস্যার কথা সেমিনারে

কালিয়াচক, ১৩ জানুয়ারি : সেমিনারে উঠে এল উর্দু মাধ্যম শিক্ষালয়ের সমস্যার কথা। পাশাপাশি এই মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশা ও সম্ভাবনার দিকগুলি তুলে ধরা হয়। করোনা আবহে যেখানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠনপাঠন থমকে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অফলাইন ও অনলাইন সেমিনারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকরা অংশ নিলেন।

বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রোমোশন অফ উর্দু ল্যাংগুয়েজ-এর আর্থিক সহযোগিতায় কলেজের উর্দু বিভাগে জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার করা হয়। সেমিনারের বিষয় ছিল 'পশ্চিমবাংলায় উর্দু মাধ্যম বিদ্যালয় এবং শিক্ষালয় গুলোর সমস্যা ও ভবিষ্যৎ'। এই সেমিনার দুটি পর্যায়ে হয়। প্রথমটি ফেস টু ফেস পর্যায়ে এবং দ্বিতীয়টি অনলাইন মাধ্যমে। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ নাজিবর রহমান। উদ্বোধক হিসাবে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শান্তি ছেত্রী উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুবিধার কারণে তিনি না থাকায় কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

সেমিনার পরিচালনা করেন আরবি বিভাগের প্রধান ডঃ মুজতবা জামাল, উর্দু বিভাগীয় প্রধান আবদুর রউফ, আনোয়ারুল হক, সাএম আহমেদ, জিয়াউল হক প্রমুখ। অফলাইন সেমিনারে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে পঁচিশজন অংশগ্রহণ করেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক গাজালি, ইসলামপুর কলেজ থেকে ডঃ উজাইর, ডঃ মুখলিস প্রমুখ। পাশাপাশি অনলাইন সেশনে ত্রিশজন অধ্যাপক ও গবেষক যোগদান করেন। তাদের মধ্যে মরিশাস থেকে মহাত্মা গান্ধি ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক সাবির গুদাদ, ইরানের তেহেরান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফার্জানা লুতিফ, ইজিপ্ট-এর অধ্যাপক অল জামাল আল উসাইলি, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের মহম্মদ কাজিম ছিলেন।

এবিষয়ে অধ্যক্ষ নজিবর রহমান বলেন, 'উর্দু ও আরবি বিভাগের সহযোগিতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। করোনা আবহে শিক্ষার প্রসারে বাধা যাতে না হয়,সেজন্যই এই উদ্যোগ। এনসিপিইউএল ও ভারত সরকারের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রির সংস্থা কালিয়াচক কলেজের উর্দু শিক্ষা প্রসারে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আমরা আগামীদিনে আরও আলোচনাচক্রের আয়োজন করব।'

সংস্কৃতি জগতে নক্ষত্রপতন, প্রয়াত মধুমঙ্গল

কলকাতা ও হরিরামপুর ১৩ জানুয়ারি : লোকশিল্প ও সংস্কৃতি জগতে নক্ষত্র পতন ঘটল। গৌড়বঙ্গের তিন জেলার শোলাশিল্পের অন্যতম কারিগর মধুমঙ্গল মালাকার বৃহস্পতিবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কলকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ শিল্পীর মৃত্যু হয়। স্ত্রী মঞ্জু মালাকার জানালেন, শুক্রবার ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। ট্রেনের টিকিটও কাটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই আজ সকালে সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

শিল্পীর মৃত্যু সংবাদ হরিরামপুরের মুসকিপুর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। মধুমঙ্গল মালাকার ছিলেন লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পে নিমজ্জিত একজন মানুষ। বাবা তরণী মালাকারের ৫ ছেলের মধ্যে মধুমঙ্গলবাবু ছিলেন সবার বড়। হিন্দুদের নানা আচার অনুষ্ঠানের ব্যবহৃত শোলার কাজ ছাড়াও মহরমের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য তাজিয়া তৈরিতে তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তবে প্রথাগত শোলার কাজের বাইরে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন সব সময়। সেই সূত্র ধরেই ১৯৯৬ সালে বিদেশ পাড়ি দেন তিনি। এরপর বহুবার নিজের হস্তশিল্পকে সামনে রেখে বিদেশ গিয়েছেন। মধুমঙ্গলবাবুর শোলার কাজের ব্যাপ্তি ছিল সারা পৃথিবীজুড়ে। লন্ডন মিউজিয়াম থেকে ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়াম অফ আর্ট, এডিনবরা থেকে সানফ্রান্সিসকো কিংবা স্কটল্যান্ড থেকে বার্সিলোনাতে তাঁর হাতে তৈরি শোলার কাজ সংরক্ষণ করা আছে। দিনাজপুরের ব্যতিক্রমী শোলা মুখোশের পরম্পরা নিয়ে বিশ্বজুড়ে কর্মশালা ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। আফ্রিকা ছাড়া সব ক'টি মহাদেশে বাংলার কারিগরদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি।

জন্ম ঃ
১৯৬০
মৃত্যু ঃ
১৩ জানুয়ারি
২০২২

নিজের কাজের পাশাপাশি পাটের সুতোয় তৈরি ধোকরা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বহু শিল্পী। এর বাইরে দিনাজপুরের সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য খন পালাগানকে আশির দশকের শেষ দিকে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। গ্রামে জন্ম হলেও সম্পূর্ণভাবে কৃষিকাজে নিজেকে জড়াতে পারেননি। নিজের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী নিয়ে এক শহর থেকে আরেক শহর কিংবা এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে বেড়াতে ভালো বাসতেন তিনি। সুনিপুণ শিল্পকর্মের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাব মধুমঙ্গল মালাকারকে সম্মানিত করে কয়েক বছর আগে। গত ডিসেম্বর মাসে কলকাতা প্রেস ক্লাব গ্রাম কৃষ্টি উৎসব মঞ্চে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করেন।

শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। শিল্পীর মরদেহ নিজের গ্রামের বাড়িতে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মন্ত্রী। মধুমঙ্গল মালাকারের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দিনাজপুর খন পালাগান সমিতির সভাপতি খুশি সরকার, সম্পাদক বাউদিয়া রায় প্রমুখ। শোক প্রকাশ করেছেন কৃষি ও বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, হরিরামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক রফিকুল ইসলাম সহ বহু মানুষ।

খুন্তি হাতে পথে

প্রথম পাতার পর

ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ই-মেইলের মাধ্যমে এদিন রাজ্যের মুখ্যসচিব, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুরসভার চেয়ারম্যান, থানার আইসি ও রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনকে দাবিপত্র দেওয়া হয়। সুজয়বাবু বলেন, 'আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি। সরকার আমাদের দাবি না মানলে আগামীতে বড়সড়ো আন্দোলনে নামব। এই জেলায় প্রায় ৫০০টি ক্যাটারিং সংস্থা রয়েছে। বহু বেকার যুবকের সংসার এর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। অথচ সরকার নির্বিকার।'

এদিন ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের পথ অবরোধে রায়গঞ্জ শহরে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, রাত ১০টার পর অনুষ্ঠান ভবন থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমন্ত্রিতদের প্রায়শই পুলিশ আটকে দিচ্ছে। এই ভয়ে অনেকে অনুষ্ঠান বাড়িতে আসছেন না। যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা পুলিশের ভয়ে তাড়াহুড়ো করে খাবার খাচ্ছেন। ফলে ৫০ জনকে খাওয়াতে তাঁদের ঘাম ঝরছে।

রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনও এই ইস্যুতে ক্যাটারিং ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি জানান, 'দু'বছর ধরে ক্যাটারিং ব্যবসা সংকটে চলছে। ব্যবসায়ীরা রুটিরুজিহীন হয়ে পড়ছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ছাড় দেওয়া হলেও অনুষ্ঠান বাড়ির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে বিপদে পড়েছে এই ব্যবসা। তাই আমাদের দাবি, কোভিড নিয়ন্ত্রণে যে স্বাস্থ্যবিধি আরোপ করা হয়েছে, অনুষ্ঠান বাড়ির ক্ষেত্রে তা শিথিল করতে হবে। আমাদের প্রশ্ন, বিভিন্ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে যদি ৫০ শতাংশের বেশি উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে অনুষ্ঠান বাড়ির ক্ষেত্রে কেন দেওয়া হবে না? অনুষ্ঠান ভবনের সিট ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ৫০ শতাংশ আমন্ত্রণের ছাড়পত্র ও অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে রাত ১০টার পরিবর্তে রাত ১২টা থেকে নাইট কার্ফিউ কার্যকর করার দাবিতে এদিন পথ অবরোধে শামিল হন ক্যাটারার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সবাই। আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি এবং থাকব।'